তারিখ ২৪ FEB 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

সংবাদ

ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় খোলা আকাশের নিচে চলছে পাঠদান -সংবাদ

চামুশা সর. প্রা. স্কুল ভবন পরিত্যক্ত

তিন বছর ধরে খোলা আকাশের নিচে পাঠদান

প্রতিনিধি, ভোলাহাট (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)

বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে যখন বেশ অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে মাল্টিমিডিয়ায় উন্নত লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করছেন। ঠিক এমন সময় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট উপজেলার চামুশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব কটি ভবন কক্ষ ফাঁটল ধরে ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ৩ বছর পূর্বে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরিত্যক্ত ঘোষণা করায় ২ শতাধিক শিক্ষার্থীকে খোলা আকাশের নিচে শিক্ষকেরা পাঠদান অব্যহত রেখেছেন। এতে করে শিক্ষার মান ভেঙে পড়ার উপক্রম এবং দিন দিন শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কমতে শুরু করেছে। ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি ২০১৩ সালে জাতীয়করণ হয়েছে। বিদ্যালয়ের ৩টি কক্ষ এলজিইডি বিভাগ থেকে ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে নির্মাণ করে। এ কক্ষগুলোর মধ্যে ১টি অফিস ও বাকি ২টি শ্রেণী কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু ক'বছর যেতে না যেতেই নিম্নমানের উপকরণ দিয়ে ঠিকাদার ও স্থানীয় কর্মকর্তাদের যোগসাজশে কাজ করা হয় অল্প সময়ে ভবনগুলোর ফাঁটল ধরায় তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী জিয়াউল বাসেত খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ৩টি ভবনকেই ঝুঁকিপূর্ণ বলে পরিত্যাক্ত ঘোষণা করেন। পরিত্যক্ত ঘোষণার পর থেকে শিক্ষকেরা শিশু শিক্ষার্থীদের ঝুঁকি এড়াতে বিদ্যালয় মাঠে খোলা আকাশের নিচে পাঠদান অব্যহত রেখেছেন। খোলা আকাশের নিচে পাঠদান করায় শিশু শিক্ষার্থীরা যেমন খেলার মাঠ থেকে খেলা বঞ্চিত হচ্ছে তেমনি পড়ালেখায় মনোযোগী হতে পারছে না। ফলে বিদ্যালয়টির পড়ালেখার মান দিন দিন নিম্নমুখী হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা মনোযোগী করতে স্থানীয়দের সহযোগিতায় ব্যাড়ার কক্ষ তৈরি করলেও ব্যাড়াগুলো ভেঙে পড়েছে। এদিকে বিদ্যালয়টিতে শিক্ষকের পদ রয়েছে ৫টি কিন্তু বর্তমানে প্রধান শিক্ষকসহ ২টি পদই শূন্য রয়েছে। এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোশাররফ হোসেন জানান, বিদ্যালয় ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণার পর ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে একাধিকবার আবেদন করেও কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। ভবন ফাঁটল ধরে ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় জীবনবাজি রেখে শিশু শিক্ষার্থীদের খোলা আকাশের নিচে খেলার মাঠে পাঠদান করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা অফিসার কামাল উদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি, বিদ্যালয়টির ভবন নির্মাণের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে দ্রুত বাস্তবায়ন হবে বলে বলে জানান।

> ঠিকাদার ও স্থানীয় কর্মকর্তাদের যোগসাজশে নিম্নমানের উপকরণ দিয়ে কাজ করায় অল্প সময়ে সব কটি ভবনকক্ষে ফাঁটল ধরে। ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ৩ বছর পূর্বে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়টিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে।